أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.80) www.motaher21.net

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰن

" শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করো না। "

"Don't follow Saitan's footsteps"

সুরা: আন্-নূর

আয়াত নং :-২১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِۗ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।

২১ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

আয়িশাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল যে, সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর এক যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে আসে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। আর এটা ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আমি আমার হাওদাতে বসে থাকতাম। যখন যাত্রীদল কোন জায়গায় নামতো তখন আমার হাওদা নামিয়ে নেয়া হত। আমি হাওদার মধ্যেই বসে তাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করত তখন আমার হাওদাও উটের ওপর উঠিয়ে দেয়া হত।

এভাবে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই। যুদ্ধ শেষে আমরা মদীনায় ফিরতে শুরু করি। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে রাতে গমনের ঘোষণা দেয়া হয়। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি এবং সেনা বাহিনীর তাঁবু থেকে বহু দূরে চলে যাই। প্রয়োজন পুরো করে আমি ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হার নেই। তখন হার খুঁজতে পুনরায় সেখানে যাই। আর তখন সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিল। যে লোকগুলো আমার হাওদা উঠিয়ে দিত তারা মনে করল যে, আমি ঐ হাওদার মধ্যেই আছি, তাই তারা আমার হাওদাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দিল এবং চলতে শুরু করল। ঐসময় পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা বেশি পানাহার করত না, ফলে তাদের দেহ বেশি ভারী হতো না। তাই আমাকে বহনকারীরা হাওদার মধ্যে আমার থাকা না থাকার কোন টেরই পেল না। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সের মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে পৌঁছে সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি যেখানে আমার উটটি ছিল সেস্থানে পৌঁছলাম। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর জানবে তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবে। এমতাবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর সফওয়ান বিন মুআত্তাল আস-সুলামী আয-যাকওয়ানী যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাত্রে চলতে শুরু করলেন সকালে এখানে পৌঁছেন। তিনি একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পেয়ে আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। তার

(إِنَّالِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ)

শব্দ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে চাদর দ্বারা সামলিয়ে নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি তার উটটি বসিয়ে দেন এবং ওর হাতের ওপর নিজের পা রেখে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করি। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তার সাথে কোন কথা বলিনি। প্রায় দুপুর বেলায় আমরা আমাদের যাত্রীদলের সাথে মিলিত হই। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যুকেরা অপবাদের ঘটনা রটিয়ে দেয়। আর এই افك বা মিথ্যা অপবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সূরা নূরের ১১-২০ নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, আয়িশাহ  সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৫০, সহীহ মুসলিম হা: ২৭৭০)

الْإِفْكِ। বলতে সে মিথ্যা অপবাদ রটনার ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে, যে ঘটনায় আয়িশাহ -কে অপকর্মের অপবাদ দেয়া হয়েছে।

(عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ)

অর্থাৎ যারা এ মিথ্যা অপবাদ দানে জড়িত তারা তোমাদের মধ্যকার একটি জামাত, যারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে থাকে। এদের মধ্যে কেউ মুনাফিক, আর কেউ প্রকৃত মু'মিন, কিন্তু মুনাফিকদের প্ররোচনায় সে সব হয়েছে। তারা হলেন হাসসান বিন সাবেত যিনি রাসূলের কবি বলে পরিচিত, মিসত্বাহ বিন আসাসাহ ও হামনাহ বিনতে জাহাশ।

(لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ)

অর্থাৎ এ মিথ্যা অপবাদ রটানোর ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না। মান-সম্মানের ব্যাপার বলে যদিও বাহ্যিকভাবে খারাপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এর মাধ্যমে যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং এর মাধ্যমে এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান দেয়া হবে যা তোমাদের উপকারে আসবে। আর যারা অপবাদ দিয়েছে তাদের মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী এবং কে মূল হোতা তা চিহ্নিত করা হবে।

(وَالَّذِيْ تَوَلّٰي كِبْرَه)

'এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে' প্রধান ভূমিকা পালন করেছে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল। সে এ অপবাদ রটনার ব্যাপারে অন্যদেরকে প্ররোচিত করেছে।

(لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ....)

মু'মিনরা যখন নিজেদের মাঝে এরূপ অপবাদমূলক কথা শুনবে তখন কী করণীয় হবে সে দিক নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা এরূপ অপবাদমূলক কথা শুনলে কেন নিজেদের ব্যাপারে ভাল ধারণা করলে না? তা হলন যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। অথচ অপবাদের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা উচিত তাও তারা করতে পারেনি, তারপরেও তোমরা মিথ্যা বলনি। উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরে হাসসান, মিসত্বাহ ও হামনাহ বিনতে জাহাশকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হয়। (তিরমিযী হা: ৩১৮১, আবূ দাঊদ হা: ৪৪৭৪, হাসান) কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে শাস্তি দেয়া হয়নি। বরং তার জন্য আখেরাতের শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে, অপর দিকে মু'মিনদেরকে শাস্তি দিয়ে দুনিয়াতেই পবিত্র করা হয়েছে। ফলে আখিরাতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না।

অর্থাৎ তোমরা যে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছ, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করতেন যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত না থাকত।

(....إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ)

অর্থাৎ তোমরা বিষয়টি সত্য-মিথ্যা না জেনে, না বুঝে মুখে মুখে প্রচার শুরু করছ, আর বিষয়টিকে খুবই তুচ্ছ মনে করছ অথচ এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই বড় ধরণের অপরাধ। তোমাদের উচিত ছিল প্রচার না করে আল্লাহ তা'আলার দিকে সোপর্দ করা। যেমন হাদীসে এসেছে: কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির এমন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যার কোন গুরুত্ব তার কাছে নেই। কিন্তু ঐ কারণে সে জাহান্নামের এত নিম্নে পৌঁছে যায় যত নিম্নে আকাশ হতে জমিন রয়েছে। এমনকি তার চেয়েও নিম্নে চলে যায়। (সহীহ বুখারী হা: ৬৪৭৮, সহীহ মুসলিম হা: ২৯৮৮)

(....وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ)

এখানে মু'মিনদেরকে দ্বিতীয়বার শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে যে, যখন তারা এ অপবাদের কথা শুনেছিল তখন এ ব্যাপারে কোন কথা না বলে তাদের এমনটি বলা উচিত ছিল যে, আমাদের এ ব্যাপারে কিছুই বলা উচিত নয়। যখন তারা এমনটি করেনি তখন তাদের প্রথম বারের ঘটনার জন্য সর্তক করে বলা হচ্ছে যে, দ্বিতীয়বার যেন তারা আর এমনটি না করে। মূলত তাদেরকে এ বিষয়ে সর্তক করে হচ্ছে।

(.....إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ)

'নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক' এটা তৃতীয় সতর্ক বাণী যে, যারা এ ধরণের কথা শুনবে তার জন্য ওটা ছড়ানো হারাম। কারণ যারা ছড়ায় তাদের মূল উদ্দেশ্য হল মু'মিনদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার করা। যারা এ রকম জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি (হদ) এবং পরলৌকিক শাস্তি জাহান্নামে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে:

সাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে কষ্ট দিও না। এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না। যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপনীয় দোষের পিছনে লাগবেন এবং তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করবেন যে, তাকে তার বাড়ির লোকেরাও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে। (মুসানাদ আহমাদ ৫/২৭৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

كَفَي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

একজন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে। (সহীহ মুসলিম হা: ৫)

الْفَاحِشَةُ শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা। কুরআনে ব্যভিচার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। অত্র আয়াতে ব্যভিচারের একটি মিথ্যা খবর প্রচার করাকেও অশ্লীলতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধ করা ও অপরাধমূলক কাজে সহযোগিতা করা উভয়ই সমান। সুতরাং শুধু অশ্লীলতার একটি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার কারণে যদি আল্লাহর কাছে এত বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়, তাহলে যারা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, ভিডিও, সিডি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে তারা আল্লাহর নিকট কত বড় অপরাধী। এমনিভাবে যারা পরিবারের মাঝে টি-ভি, ডিসের নামে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয় তারাও কম অপরাধী নয়। সুতরাং আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, আমরা কোন্ দিকে পা বাড়াচ্ছি, আর সমাজকে কোন্ দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আবার মু’মিন বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ শয়তান কখনো ভাল কাজের দিক-নির্দেশনা দেয় না। সে শুধু অশ্লীল ও মন্দ কাজের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে সমাজে খারাপ কাজ ছড়ানো যাবে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে ইত্যাদি। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ)

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্র“, সুতরাং তাকে তোমরা শত্র“রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে শুধু এজন্যই আহ্বান করে, যেন তারা (পথভ্রষ্ট হয়ে) জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।” (সূরা ফাতির ৩৫:৬)

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه)

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার রহমত না থাকলে তোমাদের কেউ পাপ থেকে পবিত্র হতে পারত না, শয়তানের অনুসরণ থেকে পবিত্র হতে পারত না। শয়তান যেভাবে খারাপ কাজকে সুশোভিত করে দেয় সেদিকে তোমাদের মন চলে যেত। কেননা মানুষের মন তো খারাপ কাজের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়, তবে আল্লাহ

তা'আলা যাকে রহম করেন সে ব্যতীত। তাই আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। সেজন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করে বলতেন:

اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

হে আল্লাহ তা'আলা, আমার মনে তাক্বওয়া দাও, তা পবিত্র কর, কারণ তুমিই তো সর্বোত্তম পবিত্রকারী। তুমি এ মনের মালিক। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭২২) ইফকের ঘটনা বর্ণনা করার পর এ আয়াত নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হলন যারা উক্ত মিথ্যারোপে জড়িত হয়নি তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত রয়েছে। আর যারা জড়িত হয়েছে তাদের মধ্য হতে যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

(وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ....) শানে নযূল:

আবূ বকর (رضي الله عنه) যখন দেখলেন, মিসতাহ বিন আসাসাহ তার কন্যা আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটনায় জড়িত, তখন তিনি শপথ করলেন, আমি তার জন্য আর কোন কিছুই খরচ করব না। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৫৭, সহীহ মুসলিম হা: ২৪৮৮)

মিসতাহ একজন গরীব মুহাজির সাহাবী ছিলেন। আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি আবূ বকর (রাঃ) এর খালাত ভাই ছিলেন। এ জন্য তিনি তার তত্বাবধান ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যখন সে অপবাদের সাথে জড়িত হয়ে যায় তখন আবূ বকর (রাঃ) এ শপথ করে বসেন।

উক্ত আয়াতে মূলত মন্দ কাজে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন এমন অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয় যে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় হিজরত করেছে তাদেরকে কোন কিছুই দান করবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি আরো সদয় হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি সদয় হও, যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সতী-সাধ্বী, মু'মিন, অশ্লীলতার ব্যাপারে বেখবর তাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নতপ্রাপ্ত। যেমনটি অত্র সূরার প্রথম দিকে ৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা এরূপ সতী-সাধ্বী স্ত্রীদের নামে অপবাদ রটনা করবে তারা তো অভিশপ্ত, এমনকি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাল কিয়ামাতের মাঠে তাদের বিরুদ্ধে এ সকল কাজের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

"আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে যা তারা করত সে সম্পর্কে।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৬৫)

আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি হেসে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জান কিসে আমাকে হাসাল? আমরা বললাম, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন: কিয়ামতের দিনে বান্দা তার রবের সাথে ঝগড়া করবে; এ দৃশ্য আমাকে হাসাল। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে জুলুম হতে বিরত রাখেননি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। তখন সে বলবে: আমি আমার সাক্ষ্য ব্যতীত আর কারো সাক্ষ্যকে আমার জন্য যথেষ্ট মনে করি না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজকের দিনে তোমার সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। তবে সম্মানিত লেখকগণ এ ব্যাপারে সাক্ষী। তখন তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবে কথা বল, তখন তারা তার সকল কিছুই প্রকাশ করে দিবে। তখন সে বলবে: তোমরা ধ্বংস হও। তোমাদের পক্ষ থেকেই তো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম। (সহীহ মুসলিম হা: ২২৮০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেদিন প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে। কারো প্রতি কোন প্রকার কম করা হবে না। এবং কারো প্রতি কোন জুলুমও করা হবে না।

☆ আলোচ্য আয়াতে শয়তানের চক্রান্ত তথা শয়তানী সম্পর্কে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। শয়তানের কাজতো মুমিনদের বিরুদ্ধে অপবাদ, দুর্নাম এবং মিথ্যাচারের মাধ্যমে চারিত্রিক কলংক লেপন করা। এবং তার একমাত্র কামনা বাসনা সমাজে নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজের প্রসার ঘটুক। অত্র আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে এ আয়াতটি আরো ভালোভাবে বুঝা যাবে। যেখানে শয়তানের প্ররোচনায় স্বয়ং মা আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে অপবাদ ও দুর্নাম রটনা করা হচ্ছিল, এমনকি কোন কোন মুমিনও একাজে জড়িয়ে পড়ছিল। তাই এখানে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করতে এবং যখনই কোন মুমিন/মুমিনার বিরুদ্ধে কোন দুর্ণাম শুনা যাবে যাচাই না করে সেটা রটনা করা যাবেনা এমনকি বিশ্বাসও করা যাবেনা। যেখানে স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সঃ) এবং 'মা আয়েশ (রাঃ)' কে জড়িয়ে এধরনের দুর্নাম ও রটনা হতে পারে তখন সাধারণ মুমিনদের তো কথাই নেই! তাই আজকাল আমরা দেখি ইসলাম বিরোধীরা সর্বত্র ইসলামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের মাধ্যমে চরিত্র হননের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। পত্র-পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদিতে জঘন্য মিথ্যাচার, অপবাদ ও দূর্ণাম রটনা করে, যাতে সাধারণ জনগণ ইসলামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিণামে ইসলাম থেকেই দূরে সরে যায়। এই ব্যাপারেই আল্লাহপাক সতর্ক করে বলেছেন তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজের বিস্তারে সহযোগিতা করোনা। এরপর আল্লাহপাক শয়তানের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, যদি আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমাদেরকে পবিত্র ও অপবিত্রের পার্থক্য বুঝিয়ে না

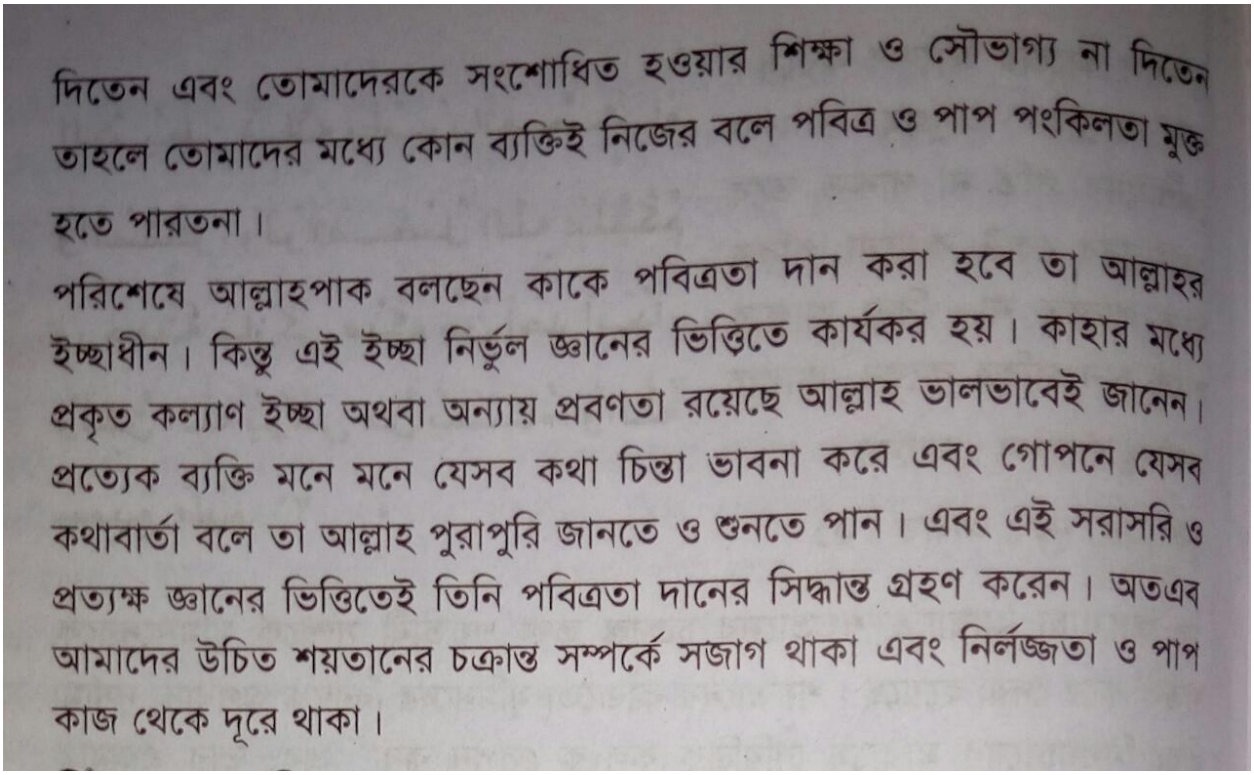

দিতেন এবং তোমাদেরকে সংশোধিত হওয়ার শিক্ষা ও সৌভাগ্য না দিতেন তাহলে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই নিজের বলে পবিত্র ও পাপ পংকিলতা মুক্ত হতে পারতনা।

পরিশেষে আল্লাহপাক বলছেন কাকে পবিত্রতা দান করা হবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু এই ইচ্ছা নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। কাহার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা অথবা অন্যায় প্রবণতা রয়েছে আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যেসব কথা চিন্তা ভাবনা করে এবং গোপনে যেসব কথাবার্তা বলে তা আল্লাহ পুরাপুরি জানতে ও শুনতে পান। এবং এই সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি পবিত্রতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব আমাদের উচিত শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কোন বিষয়ে সংবাদ পাওয়া মাত্রই তা রটিয়ে দেয়া যাবে না, বিশেষ করে যদি সেটা কারো জন্য কোন লজ্জাজনক বা অপমানকর বিষয় হয়।

২. মু'মিনগণ সর্বদা নিজেদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করবে, কারো সম্পর্কে কোন মন্দ ধারণা পোষণ করবে না।

৩. ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী না মিললে ব্যভিচারের অভিযোগ করা যাবে না।

৪. কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে শপথ করা যাবে না। যদি করা হয় তাহলে যখনই জানা যাবে যে, এটি ঠিক নয়, তখনই তা থেকে ফিরে এসে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।

৫. কারো দোষ-ত্র“টি অন্বেষণ করা যাবে না এবং তা প্রকাশও করা যাবে না।

৬. শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ শয়তান কখনো ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করে না।

৭. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিয়ামতের মাঠে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

৮. মানুষের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

৯. মানুষ কিয়ামতের মাঠে তাদের রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে।

সুরা: আল-হাজ্জ

আয়াত নং :-৭৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ۝

হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সিজদা করো, নিজের রবের বন্দেগী করো এবং নেক কাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে।

৭৭ নং আয়াতের তাফসীর:

অর্থাৎ এ নীতি অবলম্বন করলে সফলতার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করবে তার নিজের কার্যক্রমের ব্যাপারে এমন অহংকার থাকা উচিত নয় যে, সে যখন এত বেশী ইবাদাতগুজার ও নেককার তখন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। বরং তার আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়া এবং তাঁরই রহমতের সাথে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত করা উচিত। তিনি সফলতা দান করলেই কোন ব্যক্তি সফলতা পেতে পারে। নিজে নিজেই সফলতা লাভ করার সামর্থ্য কারো নেই।

"হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে" ---এ বাক্যটি বলার অর্থ এ নয় যে, এ ধরনের সফলতা লাভ করার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনা পদ্ধতি। বাদশাহ যদি তাঁর কোন কর্মচারীকে বলেন, অমুক কাজটি করো, হয়তো তুমি অমুক পদটি পেয়ে যাবে, তখন কর্মচারীর গৃহে খুশীর বাদ্য বাজতে থাকে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে আসলে একটি প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত। কোন সদাশয় প্রভুর কাছ থেকে কখনো এটি আশা করা যেতে পারে না যে, কোন কাজের পুরস্কার স্বরূপ কাউকে তিনি নিজেই কিছু দান করার আশা দেবেন এবং তারপর নিজের বিশ্বস্ত সেবককে হতাশ করবেন।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্--- এর মতে সূরা হজ্জের এ আয়াতটিও সিজদার আয়াত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ ও সুফিয়ান সওরী এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদার প্রবক্তা নন। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ আমি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

প্রথম দলটির প্রথম যুক্তিটির ভিত্তি হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। যাতে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে উকবাহ ইবনে আমেরের (রা.) রেওয়ায়াত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন। বলা হয়েছেঃ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সূরা হজ্ব কি সমগ্র কুরআনের ওপর এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যে, তার মধ্যে দু'টি সিজদা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কাজেই যে সেখানে সিজদা করবে না সে যেন তা না পড়ে।"

তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজার হাদীস, যাতে আমর ইবনুল আস (রা.) বলছেন, নবী ﷺ তাঁকে সূরা হজ্বের দু'টি সিজদা শিখিয়েছিলেন। চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে, হযরত উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), ইবনে উমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবুদ দারদা (রা.), আবু মূসা আশআরী (রা.) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, সূরা হজ্বে দু'টি সিজদা আছে।

দ্বিতীয় দলের যুক্তি হচ্ছে, আয়াতে নিছক সিজদার হুকুম নেই বরং একসাথে রুকূ' ও সিজদা করার হুকুম আছে আর কুরআনে যখনই রুকূ' ও সিজদা মিলিয়ে বলা হয়, তখনই এর অর্থ হয় নামায। তাছাড়া রুকূ' ও সিজদার সম্মিলিত রূপ একমাত্র নামাযের মধ্যেই পাওয়া যায়। উকবা ইবনে আমেরের (রা.) রেওয়ায়াত সম্পর্কে তারা বলেন, এর সনদ দুর্বল। একে ইবনে লাহীআহ বর্ণনা করেছেন আবুল মাস'আব বাসরী থেকে এবং এরা দু'জনই যঈফ তথা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। বিশেষ করে আবু মাস'আব তো এমন এক ব্যক্তি যিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কা'বা ঘরের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকেও তাঁরা নির্ভরযোগ্য নয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ এটি সাঈদুল আতীক রেওয়ায়াত করেছেন আবুদল্লাহ ইবনে মুনাইন আল কিলাবী থেকে। এরা দু'জনই অপরিচিত। কেউ জানে না এরা কারা এবং কোন পর্যায়ের লোক ছিল। সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে তারা বলেন, ইবনে আব্বাস সূরা হজ্বে দু'টি সিজদা হবার এই পরিষ্কার অর্থ বলেছেন যে, الاولى عزمة والاخرة تعليم অর্থাৎ প্রথম সিজদা অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষামূলক।

মু'মিনদের সফলতার চাবিকাঠি সালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে মু'মিনগণ, তোমরা সালাত আদায় কর। এখানে বিশেষভাবে রুকু' ও সিজদা করার নির্দেশ দেয়ার কারণ হল সালাতের অন্যতম রুকন হচ্ছে রুকূ-সিজদা। এ দুটি রুকন বাদ পড়লে সালাত হবে না, তাছাড়া অংশ (রুকূ-সিজদা) উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ (সালাত) বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে আবার ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে, যার মধ্যে সালাত শামিল।

কিন্তু সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সালাত ঈমানের পরিচায়ক, মু'মিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হয়েছেন কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব গ্রহণ করা হবে তা হল সালাত। (নাসাঈ হা: ৪৬৬, তিরযিমী হা: ৪১৩, ইবনে মাজাহ হা: ১৪২৬, সহীহ)

উক্ত আয়াতে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের কথা বলার পর আবার কল্যাণকর কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাত যেমন একটি কল্যাণের কাজ, তেমনি অন্যান্য সকল কল্যাণকর কাজ কর তাহলে অবশ্যই সফলকাম হবে। এ আয়াত তেলাওয়াত শেষে সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

(وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِه)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পথে সংগ্রাম করে। এ 'সংগ্রাম' বলতে কেউ কেউ সেই বড় জিহাদ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা আল্লাহ তা'আলার কালিমা ও দীনকে উন্নত করার জন্য কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে করা হয়। আবার কেউ কেউ আদেশাবলী মান্য করার অর্থ নিয়েছেন। যেহেতু তাতেও নাফসে আম্মারাহ (মন্দপ্রবণ মন) ও শয়তানের মুকাবিলা করতে হয়। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হল প্রত্যেক সেই চেষ্টা-সাধনা যা হক ও সত্যের শির উন্নত এবং বাতিল ও অন্যায়ের শির অবনত করার জন্য করা হয়।

মূলত জিহাদ হল, উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রানান্তর চেষ্টা করা। আর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ বলতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা, আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়ান সেটা হতে পারে উপদেশ, শিক্ষা, যুদ্ধ, শিষ্টাচার, ধমক এবং নসীহত ইত্যাদির মাধ্যমে। (তাফসীর সাদী)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: তিনি মানব জাতির জন্য যে দীন বা ধর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে কঠিন কোন কিছু নেই। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে এমন আদেশ নেই, যা মান্য করা অত্যন্ত কষ্টকর। বরং পূর্ববর্তী শরীয়তের কিছু কঠিন আদেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য এমন অনেক সহজতা দান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই দীন সহজ, দীনের ব্যাপারে কেউ কঠোরতা করলে দীন তার ওপর বিজয়ী হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৯)

(مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ طـهُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ)

'এটাই তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, যা সর্বদা বহাল ছিল। সুতরাং

তোমরা তাঁর মিল্লাত তথা ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাক। এখানে ইবরাহীম (عليه السلام)-কে পিতা বলার কারণ হল, আরব জাতি ইসমাঈল (عليه السلام)-এর বংশধর ছিল। সেই হিসেবে ইবরাহীম (عليه السلام) হলেন আরববাসীর পিতা আর অনারবরাও তাঁকে একজন উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করত, যেমন পুত্র তার পিতাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই হিসেবে তিনি সকলের আদি পিতা ছিলেন। এছাড়াও ইসলামের নাবী আরবী হওয়ার কারণে ইবরাহীম (عليه السلام) তাঁরও পিতা ছিলেন। আর এ জন্য তিনি সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীরও পিতা হলেন। আর তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম বলে। এখানে هُوَ তিনিই বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেছেন, ইবরাহীম (عليه السلام); কেউ বলেছেন, কুরআন; আবার কেউ বলেছেন আল্লাহ তা'আলা। مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, আর وَفِيْ هٰذَا দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ)

"হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন।" (সূরা বাক্বারাহ ২:১২৮)

অতএব তোমরা তাঁরই ধর্মের অনুসারী হও। কেননা তাঁর ধর্মই হল সঠিক ধর্ম। আল্লাহ বলেন:

(ط دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْٓ إِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ)

"বল: নিশ্চয়ই 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'' (সূরা আন'আম ৬:১৬১)

(لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ)

অত্র আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষী হবেন আর তোমরা (উম্মাতে মুহাম্মাদী) হবে সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী। কারণ তোমরা মধ্যমপন্থী জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

(وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ)

‘আল্লাহকে আঁকড়ে ধর’ বলতে আল্লাহ তা‘আলার রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখ, তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। সব সময় তাঁর ওপরই নির্ভর কর। তাঁরই সাহায্য-সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু’মিনদের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হল সালাত আদায় করা।

২. উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা সম্পর্কে জানলাম।

৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে।

৪. মুসলিমদের জাতির পিতা হলেন ইবরাহীম (عليه السلام)।

৫. মু’মিনদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ তা‘আলা।